ইসলামি জীবনব্যবস্থা

বই	ইসলামি জীবনব্যবস্থা
সংকলন ও সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

ইসলামি জীবনব্যবস্থা

মুফতি তারেকুজ্জামান

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

ইসলামি জীবনব্যবস্থা

মুফতি তারেকুজ্জামান

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৪০ হিজরি / এপ্রিল ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৮০০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০১৮৫০ ৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

※ দুটি কথা | ২১
※ ইসলাম পরিচিতি | ২৭
※ ইসলামের বুনিয়াদ | ৩৩

প্রথম অধ্যায় : ইসলামি আকায়িদ

※ প্রাককথন | ৪১
※ ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহ | ৪৩
 ➤এক. আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান | ৪৩
 ➤দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান | ৪৪
 ➤তিন. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান | ৪৫
 ➤চার. নবি-রাসুলদের প্রতি ঈমান | ৪৫
 ➤পাঁচ. কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান | ৪৭
 ➤ছয়. তাকদিরের প্রতি ঈমান | ৪৮
 ➤সারকথা | ৪৯
※ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' এর সংক্ষিপ্ত আকিদাসমূহ | ৫৩
 ➤এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৩
 ➤দুই. ফেরেশতা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৪
 ➤তিন. আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত আকিদা | ৫৪
 ➤চার. কিতাবসমূহ সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
 ➤পাঁচ. মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
 ➤ছয়. জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আকিদা | ৫৫
 ➤সাত. সাহাবা সম্পর্কিত আকিদা | ৫৬
 ➤আট. মুমিনদের সম্পর্কিত আকিদা | ৫৬
 ➤নয়. শাসকদের সম্পর্কিত আকিদা | ৫৭
 ➤দশ. বিবিধ বিষয় সম্পর্কিত আকিদা | ৫৭

❋ তাওহিদ পরিচিতি | ৫৮
➤আভিধানিক অর্থ | ৫৮
➤পারিভাষিক অর্থ | ৫৮
➤তাওহিদের প্রকারভেদ | ৫৯
◈এক. তাওহিদুর রুবুবিয়্যা | ৫৯
◈দুই. তাওহিদুল উলুহিয়্যা | ৬১
◈তিন. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত | ৬২
❋ তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ | ৬৬
➤এক. গাইরুল্লাহর ইবাদত করা | ৬৬
➤দুই. রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক | ৬৭
➤তিন. অকাট্য কোনো বিধান অস্বীকার করা | ৬৯
➤চার. হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম মনে করা | ৭১
➤পাঁচ. ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া | ৭৩
➤ছয়. দ্বীনের কোনো বিধান অপছন্দ করা | ৭৪
➤সাত. দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা বা গালি দেওয়া | ৭৬
➤আট. গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা | ৭৮
➤নয়. আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা | ৮১
➤দশ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাগুতকে সাহায্য করা | ৮৪
❋ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা | ৮৬
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আভিধানিক অর্থ | ৮৮
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ | ৯০
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর প্রায়োগিক প্রকারভেদ | ৯১
➤শরিয়তে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর দলিলসমূহ | ৯৪
◈ কুরআন থেকে | ৯৪
◈ হাদিস থেকে | ৯৭
◈ ইজমা থেকে | ৯৯
◈ কিয়াস বা যুক্তি থেকে | ১০০
➤'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও তার বিধান | ১০২
১. কাফিরদের ভালোবাসা ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা | ১০৩
২. কাফিরদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা | ১১৫

৩. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্য করা | ১১৯
৪. কাফিরদের নিঃশর্ত আনুগত্য করা | ১২৮
৫. কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করা | ১৩৫
৬. কাফির ও তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া | ১৪০
৭. দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে নমনীয়তা দেখানো | ১৪৭
৮. দ্বীন নিয়ে হাসিঠাট্টা ও বিরোধিতার মজলিসে বসা | ১৫০
৯. প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফিরদের নিয়োগ দেওয়া | ১৫১
১০. কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা | ১৫৪
১১. কাফিরদের দেশে বসবাস বা সফর করা | ১৫৮
১২. কাফিরদের উৎসবে শরিক হওয়া | ১৬৪
১৩. কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা | ১৬৮
▷'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সারকথা ১৭১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি শরিয়াব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ১৭৫
❋ দেহ ও রুহের মাঝে সম্পর্ক | ১৭৭
▷দৈহিক রূপ | ১৭৭
▷আত্মিক রূপ | ১৭৭
▷উত্তম গুণাবলি অর্জনের উপায়সমূহ | ১৭৮
❋ ইসলামে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থার বিধান | ১৮৪
❋ মানসিক রোগ থেকে আরোগ্য | ১৮৪
❋ আল্লাহর ওপর ভরসা | ১৯২
❋ মুসলমানের উদ্যমতা | ১৯৭
❋ ইসলামে শান্তির ভিত্তিমূল | ২০২
▷আকিদা | ২০৩
▷তাকওয়া | ২০৪
▷আখলাক | ২০৫

※ শান্তির ধ্বজাধারীদের মিথ্যাচার | ২০৬
➤উপনিবেশবাদী | ২০৭
➤খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার | ২০৭
➤কমিউনিস্ট | ২০৮
※ শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম | ২০৯
※ ইসলামের সর্বজনীনতা ও মানবতা | ২১৭
※ ইসলামি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ | ২২০
➤প্রথমত, শরিয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপকতা | ২২০
➤দ্বিতীয়ত, ইসলামি শরিয়ত সংস্কার থেকে মুক্ত | ২২২
➤তৃতীয়ত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা স্পষ্ট | ২২৪
➤চতুর্থত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা মানবপ্রকৃতির উপযোগী | ২২৭
➤পঞ্চমত, ইসলাম দলিলনির্ভর জীবনব্যবস্থা | ২৩১
➤ষষ্ঠত, ইসলাম মানুষের কষ্টকে লাঘবকারী | ২৩৫
➤সপ্তমত, ইসলাম মানুষের কল্যাণকর বিষয় বাস্তবায়নকারী | ২৩৭
※ শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় ইসলাম | ২৪০
➤এক. নামাজ | ২৪১
➤দুই. রোজা | ২৪৩
➤তিন. জাকাত | ২৪৪
➤চার. হজ | ২৪৭
➤পাঁচ. অন্যান্য ইবাদত | ২৪৮
◈ক. জিহাদ | ২৪৯
◈খ. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার | ২৪৯
◈গ. অপরকে সহযোগিতা | ২৫০
◈ঘ. আত্মীয়তার সম্পর্ক | ২৫১
◈ঙ. ইলম অর্জন | ২৫২
◈চ. প্রতিবেশীদের সহায়তা | ২৫৪
◈ছ. পরিবারের দেখাশোনা | ২৫৫
◈জ. মীমাংসাকরণ | ২৫৫
◈ঝ. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণ | ২৫৬
◈ঞ. উত্তম ব্যবহার | ২৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামি শাসনব্যবস্থা

❁ প্রাককথন | ২৬১

❁ শাসনব্যবস্থার নীতিমালা | ২৬৩

- আভিধানিক অর্থ | ২৬৩
- পারিভাষিক অর্থ | ২৬৩

❁ প্রথম মূলনীতি : সার্বভৌমত্ব আল্লাহর | ২৬৪

- আল্লাহর আইনের বিপরীত বিচার করার বিধান | ২৭২
- ইবনে আব্বাস ❁-এর উদ্ধৃত كفر دون كفر এর ব্যাখ্যা | ২৭৫
- কাফির, ফাসিক ও জালিম বিচারক কারা? | ২৮৬

❁ দ্বিতীয় মূলনীতি : শুরা ও পরামর্শ | ২৮৭

- আভিধানিক অর্থ | ২৮৭
- পারিভাষিক অর্থ | ২৮৭
- শুরার গুরুত্ব | ২৮৮
  - পরিচর্যাগত গুরুত্ব ২৮৮|
  - সামাজিক গুরুত্ব | ২৮৯
  - রাজনৈতিক গুরুত্ব | ২৮৯
  - অর্থনৈতিক গুরুত্ব | ২৯০
  - সামরিক গুরুত্ব | ২৯০
- শুরার শরয়ি হুকুম | ২৯০
- নবুওয়াতের যুগে ও খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পরামর্শ | ২৯৫
- পরামর্শ করার পদ্ধতি | ২৯৭

❁ তৃতীয় মূলনীতি : ন্যায়পরায়ণতা | ২৯৯

❁ চতুর্থ মূলনীতি : সাম্য ও সমতা | ২০৬

- দাস-দাসীর বিষয়ে ইসলামের সাম্যনীতি | ৩১১
- একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা | ৩২০
- পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষদের, নারীদের নয় | ৩২৪
- মিরাসি সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার | ৩২৬
- নারীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়ন | ৩২৮
- জিজিয়া-করের বিধান | ৩৩১

❋ পঞ্চম মূলনীতি : আনুগত্য ও মান্যতা | ৩৩৪
▷আমিরের আনুগত্য করা ফরজ | ৩৩৫
▷সাধ্যের ভেতর আনুগত্য | ৩৩৮
▷আমিরের বিরুদ্ধে অন্যায় বিদ্রোহ | ৩৩৯
▷আমিরের আনুগত্য হবে বিনয়ের সাথে | ৩৪০
▷আমিরের স্বল্প ত্রুটিতে করণীয় | ৩৪০
▷আমিরের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে করণীয় | ৩৪১
▷আমিরের ভুল হলে করণীয় | ৩৪২
❋ ষষ্ঠ মূলনীতি : বাইআত | ৩৪৪
▷বাইআতের শরয়ি ভিত্তি | ৩৪৫
▷বাইআতের গুরুত্ব | ৩৫১
▷কাকে বাইআত দেওয়া হবে | ৩৫২
❋ ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান | ৩৫৪
❋ মুসলিম শাসকের দায়িত্বসমূহ | ৩৫৫
❋ যে সকল নামে রাষ্ট্রপ্রধানকে ডাকা হবে | ৩৫৭
▷ক. ইমাম | ৩৫৭
▷খ. খলিফা | ৩৫৮
▷গ. আমিরুল মুমিনিন | ৩৫৮
▷ঘ. মালিক বা বাদশাহ | ৩৫৮
❋ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন | ৩৫৯
❋ খলিফা হওয়ার শর্তসমূহ | ৩৬১
▷ক. মুসলিম হওয়া | ৩৬১
▷খ. পুরুষ হওয়া | ৩৬২
▷গ. আদালত ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা | ৩৬৩
▷ঘ. ইলম থাকা | ৩৬৪
▷ঙ. দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া | ৩৬৫
▷চ. কুরাইশি হওয়া | ৩৬৬
❋ খলিফার মেয়াদ | ৩৬৬
❋ মন্ত্রী পরিষদ | ৩৬৭
❋ প্রাদেশিক শাসনকর্তা | ৩৬৯

❋ আমির বা গভর্নর | ৩৭২
➤আমির নিয়োগের পদ্ধতি | ৩৭৩
❋ বিচারকার্য | ৩৭৪
➤কাজি নিয়োগদান | ৩৭৬
➤কাজি হওয়ার শর্তসমূহ | ৩৭৬
❋ ইসলামি সমরব্যবস্থা | ৩৮০
➤ফরজে কিফায়া ও ফরজে আইন জিহাদ | ৩৮৭
➤যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার গুরুত্ব | ৩৯১
➤যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি | ৩৯২
◈প্রথমত, শক্তি অর্জন | ৩৯২
◈দ্বিতীয়ত, উত্তম প্রশিক্ষণ ও দক্ষ সৈনিক সংগ্রহ | ৩৯৩
◈তৃতীয়ত, একনিষ্ঠ উত্তম সেনানায়ক নির্বাচন | ৩৯৩
◈চতুর্থত, মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা | ৩৯৩
◈পঞ্চমত, অর্থনীতিতে উন্নয়ন | ৩৯৪
❋ ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ৩৯৬
➤এক. প্রয়োজনমতো সামরিক শক্তি ব্যবহার করা | ৩৯৬
◈ ক. নফিরে আমের ঘোষণা | ৩৯৭
◈ ক. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ | ৩৯৮
◈ খ . মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ | ৪০২
➤দুই. জাতি ও সমাজকে ইসলামের রঙে রাঙানো | ৪০৩
➤তিন. দণ্ডবিধি কার্যকর করা | ৪০৫
◈ ক. কিসাস | ৪০৫
◈ খ. হদ | ৪০৮
১. চুরির হদ | ৪১০
২. জিনার হদ | ৪১৪
৩. মদপানের হদ | ৪৬০
৪. অপবাদের হদ | ৪১৯
৫. ডাকাতির হদ | ৪২১
৬. জাদুর হদ | ৪২৪
৭. সমকামিতার হদ | ৪২৫

◈ গ. তাজির | ৪২৭
১. রমজান মাসে দিনের বেলা প্রকাশ্যে আহার করা | ৪২৯
২. রাস্তাঘাটে মহিলাদের উত্যক্ত করা | ৪২৯
৩. অহেতুক মানুষকে কষ্ট দেওয়া | ৪২৯
৪. ধূমপান করা | ৪৩০
৫. অরক্ষিত মাল চুরি করা | ৪৩০
৬. নিসাব-নিম্ন সম্পদ চুরি করা | ৪৩০
৭. গালি-গালাজ করা | ৪৩১
৮. জিনার নিম্নবর্তী গুনাহ করা | ৪৩১
▸চার. সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার করা | ৪৩৩
◈ ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৪৩৪
◈ খ. ইলেকট্রিক মিডিয়া | ৪৩৫
◈ গ. প্রিন্ট মিডিয়া | ৪৩৬
◈ ঘ. বইপুস্তক প্রকাশ | ৪৩৬
◈ ঙ. অনুবাদ কর্ম | ৪৩৬
◈ চ. দায়ি প্রেরণ | ৪৩৭
▸পাঁচ. জাকাত উসুল ও দারিদ্র্য দূরীকরণ | ৪৩৮
▸ছয়. বিচারকার্য পরিচালনা | ৪৪৩
▸সাত. বিবিধ দায়িত্ব | ৪৪৪

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামি সমাজব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ৪৪৯
❋ ব্যক্তির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক | ৪৫২
▸এক. আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে মুমিন ব্যক্তির পূর্ণতা থাকা | ৪৫২
▸দুই. আল্লাহকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা | ৪৫৩
▸তিন. একনিষ্ঠ হয়ে একমাত্র রবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা | ৪৫৩
❋ মুমিনের সাথে রবের সম্পর্কের স্বরূপ | ৪৫৫
❋ আপন সত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির করণীয় | ৪৫৮
▸আত্মহত্যা ভয়াবহ এক সীমালঙ্ঘন | ৪৫৯
▸আত্মহত্যাকারী আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকারকারী | ৪৫৯

❋ মুমিনের শক্তিশালী হওয়া | ৪৬২
▷অসুস্থতা থেকে আরোগ্য | ৪৬৩
❋ সামষ্টিক পটভূমিতে ব্যক্তির অবস্থান | ৪৬৭
❋ যেমন হবে একজন মুসলিম | ৪৬৮
❋ পরিবার | ৪৭৩
▷বৈবাহিক বন্ধন | ৪৭৩
▷স্বামী | ৪৭৫
▷স্ত্রী | ৪৭৬
▷স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসা কটু আচরণে করণীয় | ৪৭৭
▷সন্তানসন্ততি | ৪৭৯
▷পক্ষপাতিত্বহীন প্রতিপালন | ৪৮১
▷মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানদের মতো সমান তত্ত্বাবধান করা | ৪৮২
▷মেয়ে সন্তানের তত্ত্বাবধান | ৪৮২
▷কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানোর জন্য পিতাকে প্রস্তুত করা | ৪৮৩
▷কন্যা সন্তানের উত্তম প্রতিপালন | ৪৮৩
❋ মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ | ৪৮৭
▷ইসলামে মাতা-পিতার মর্যাদা ও সম্মান | ৪৮৭
▷সদাচরণ করা | ৪৮৮
▷মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া | ৪৮৯
▷সদাচরণের সর্বোচ্চ হকদার হলেন মা | ৪৮৯
▷মাতা-পিতার প্রতি অভিশাপ দেওয়া | ৪৯০
▷মৃত্যুর পর মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা | ৪৯১
❋ তালাক | ৪৯২
▷তালাকের পথে প্রতিবন্ধকতা | ৪৯২
◈এক. উত্তম উপদেশ দেওয়া | ৪৩৯
◈দুই. স্ত্রীকে বিছানায় ত্যাগ করা | ৪৯৩
◈তিন. হালকা প্রহার করা | ৪৯৩
◈চার. বিচার করা | ৪৯৫
▷তালাকের প্রকারভেদ | ৪৯৬
◈এক. তালাকে রজয়ি | ৪৯৭

◈দুই. তালাকে বাইন | ৪৯৮
◈তিন. তালাকে মুগাল্লাজা | ৪৯৯
❋ আল-জামাআহ | ৫০১
›সমস্ত মুসলমান এক উম্মাহ | ৫০১
›আত্মীয়তার সম্পর্ক | ৫০৫
›সামাজিক সহযোগিতা | ৫০৬
›জাকাত ছাড়াও সম্পদে আরও অধিকার আছে | ৫০৮
›নিত্যব্যবহার্য বস্তু | ৫১২
›সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গূঢ়তত্ত্ব | ৫১৪
›সদাচরণ ও নসিহতের স্বরূপ | ৫১৮
›সদুপদেশ প্রদান | ৫২২
›রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর বিধান | ৫২৩

পঞ্চম অধ্যায় : অর্থায়নব্যবস্থা

❋ প্রাককথন | ৫২৯
❋ সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর | ৫৩০
❋ মালিকানার পরিচয় | ৫৩৬
❋ মালিকানার প্রকারভেদ | ৫৩৭
❋ ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি | ৫৩৯
❋ নিজ অধিকারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হওয়া | ৫৪১
❋ মালিকানা অর্জনের মাধ্যম | ৫৪৮
›এক. ব্যবসা | ৫৪৮
›দুই. বর্গাচাষ | ৫৫১
›তিন. অর্ডার বা নির্মাণচুক্তি | ৫৫৪
›চার. যৌথব্যবসা | ৫৫৬
◈ ক. মালিকানায় অংশীদারত্ব | ৫৫৮
◈ খ. চুক্তিতে অংশীদারত্ব | ৫৫৮
১. شركة الابدان - দৈহিক অংশীদারত্ব | ৫৫৮
২. شركة العنان - সমঅংশীদারত্ব | ৫৫৯

৩. شركة الوجوه - মর্যাদায় অংশীদারত্ব | ৫৬২
৪. شركة المفاوضة - সমান অংশীদারত্ব | ৫৬২
৫. شركة المساهمة - অংশীদারত্বের চুক্তিতে ব্যবসা | ৫৬৬
▸পাঁচ. মুদারাবা | ৫৬৮
▸ছয়. চাকরি | ৫৭০
▸সাত. মিরাসি সম্পত্তি | ৫৭১
▸আট. উপঢৌকন ও দান | ৫৭৭
▸নয়. ভাড়া দেওয়া | ৫৭৮
▸দশ. স্বাধীন পেশা | ৫৭৮
❋ পরিশ্রম ও পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা | ৫৮০
❋ উপার্জনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা স্বাভাবিক | ৫৮২
❋ মালিকানা অর্জনের অবৈধ পন্থাসমূহ | ৫৮৪
▸এক. সুদ | ৫৮৪
◈ সুদের পরিচয় ও প্রকারভেদ | ৫৮৬
▸দুই. মজুতদারি ও গুদামজাতকরণ | ৫৯০
▸তিন. জুয়া ও বাজি ধরা | ৫৯১
▸চার. ঘুষ | ৫৯৩
▸পাঁচ. সম্পদ মজুদ করা | ৫৯৪
❋ বিভিন্ন বাতিল চুক্তি | ৫৯৫
❋ ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উৎস | ৫০৩
▸এক. الزكاة - জাকাত | ৬০৪
◈ জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ | ৬০৬
◈ জাকাতের নিসাব | ৬০৭
◈সোনা, রুপা ও অর্থের জাকাত | ৬০৭
◈ ব্যবসার জাকাত | ৬০৮
◈ নিসাব পরিপূর্ণ হওয়ার সময় | ৬০৯
◈ গবাদি পশুর জাকাত | ৬১০
◈ উটের নিসাব | ৬১০
◈ গরুর নিসাব | ৬১৩
◈ ছাগলের নিসাব | ৬১৩

◈ ফসল ও ফলফলাদির জাকাত | ৬১৪
◈ ফসল ও ফলের নিসাব | ৬১৫
◈ অসাকের পরিমাণ | ৬১৬
◈ জাকাত আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | ৬১৬
◈ জাকাতের খাতসমূহ | ৬১৭
▷দুই. খারাজ | ৬২৮
▷তিন. ওশর | ৬৩২
▷চার. ফাই | ৬৩৪
▷পাঁচ. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ | ৬৩৬
▷ছয়. জিজিয়া | ৬৩৮
▷সাত. খনিজ পদার্থ | ৬৪১
▷আট. পানি সম্পদ | ৬৪৫
▷নয়. প্রয়োজনীয় কর | ৬৪৬
▷দশ. সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ | ৬৪৮
❋ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ | ৬৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিভিন্ন মতবাদ ও তার আগ্রাসন

❋ প্রাককথন | ৬৫৭
❋ পূজনবাদ | ৬৫৮
▷এক. জাতীয়তাবাদ | ৬৫৮
◈ দেশপ্রেম | ৬৫৮
◈ ভাষাপ্রীতি | ৬৬১
▷দুই. রক্তসম্পর্ক ও বংশপরম্পরা | ৬৬২
▷তিন. হিন্দুধর্ম | ৬৬৬
❋ ধর্মনিরপেক্ষতা | ৬৬৮
▷ধর্মনিরপেক্ষতা কী? | ৬৬৮
▷ধর্মনিরপেক্ষতার রূপসমূহ | ৬৭০
◈প্রথম রূপ : সরাসরি নাস্তিকতা | ৬৭০
◈দ্বিতীয় রূপ : পরোক্ষ নাস্তিকতা | ৬৭০
◈সারকথা | ৬৭১

- ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিভাগ | ৬৭২
- ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তবতা | ৬৭২
- ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতিকর দিকগুলো | ৬৭৪

❋ পুঁজিবাদ | ৬৭৭
- পুঁজিবাদের উদ্ভব | ৬৭৭
- পুঁজিবাদের প্রকৃত রূপ | ৬৭৮
- পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ | ৬৭৮
  - ❖ জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি | ৬৭৮
  - ❖ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন | ৬৭৮
  - ❖ অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা | ৬৭৯
  - ❖ অবাধ অর্থনীতি | ৬৭৯
  - ❖ ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা | ৬৭৯
  - ❖ গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণির শাসন | ৬৮০
- পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী | ৬৮০
- সংক্ষেপে পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্র | ৬৮০
- পুঁজিবাদের ফলাফল | ৬৮১
- পুঁজিবাদে কল্যাণ আছে কি? | ৬৮২

❋ কমিউনিজম | ৬৮৫
- কমিউনিজমের উৎপত্তি | ৬৮৫
- কমিউনিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ | ৬৮৬
  - ❖দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ | ৬৮৬
  - ❖ধর্মের উৎখাত | ৬৮৭
  - ❖ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ | ৬৮৮
  - ❖নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি | ৬৮৮
  - ❖রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা | ৬৮৮
  - ❖শ্রেণিহীনতা | ৬৮৯
  - ❖সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন | ৬৮৯
- কমিউনিজমপ্রীতির কারণ | ৬৮৯
  - ❖জুলুম-নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া | ৬৯০
  - ❖ধনীদের প্রতি ঈর্ষা | ৬৯০

◈প্রাচুর্যময় জীবনের লোভ | ৬৯১
◈বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ | ৬৯১
▷কমিউনিজমের মূলনীতিসমূহ | ৬৯২
◈দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ ৬৯২
◈সব উন্নতির মাধ্যম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি | ৬৯৬
◈ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছুই নেই | ৬৯৭
◈শ্রেণি বিভাজনের মূলোৎপাটন | ৬৯৮
▷সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্য | ৭০০
❋ গণতন্ত্র | ৭০২
▷গণতন্ত্রের সূচনাকাল | ৭০২
▷গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ | ৭০৫
▷শরিয়তের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র | ৭০৮
◈কুরআন থেকে দলিল | ৭০৮
◈হাদিস থেকে দলিল | ৭০৮
◈ইজমা থেকে দলিল | ৭০৯
◈কিয়াস থেকে দলিল | ৭১১
▷সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি হকের মানদণ্ড? | ৭১২
▷গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অপব্যবহার | ৭১২
◈বিশ্বাসের স্বাধীনতা | ৭১৩
◈মত প্রকাশের স্বাধীনতা | ৭১৪
◈মালিকানার স্বাধীনতা | ৭১৪
◈ব্যক্তি স্বাধীনতা | ৭১৫
▷ফিরাউনি ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ | ৭১৬
❋ ক্রুসেড | ৭২০
▷ক্রুসেড কাকে বলে? | ৭২০
▷ক্রুসেড নামে নামকরণের কারণ | ৭২০
▷ক্রুসেডের কারণ বিবৃতি | ৭২০
▷একাদশ শতকে ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহ | ৭২২
▷ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ | ৭২৬
◈প্রথম ক্রুসেড | ৭২৬

◈দ্বিতীয় ক্রুসেড | ৭২৮
◈তৃতীয় ক্রুসেড | ৭৩১
◈চতুর্থ ক্রুসেড | ৭৩৩
◈পঞ্চম ক্রুসেড | ৭৩৩
◈ষষ্ঠ ক্রুসেড | ৭৩৩
◈সপ্তম ক্রুসেড | ৭৩৩
◈অষ্টম ক্রুসেড | ৭৩৪
◈নবম ক্রুসেড | ৭৩৪
◈অন্যান্য ক্রুসেড | ৭৩৫
◈দশম ক্রুসেড | ৭৩৭
➤চরম উপনিবেশকৃত উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ | ৭৩৭
➤সাধারণ উপনিবেশকৃত দেশসমূহ | ৭৩৮
➤উপসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রসমূহ | ৭৩৮
➤আরব উপদ্বীপের দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ | ৭৩৯
➤চলমান ক্রুসেড | ৭৩৯
➤কাফিরদের সাথে মুসলিমদের আচরণনীতি | ৭৪০
❊ উপসংহার | ৭৪২
❊ গ্রন্থপঞ্জি | ৭৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

দুটি কথা

একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলার পথে সামগ্রিক যে দিক-নির্দেশনার দরকার হয়, সেটাই হলো জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীতে মৌলিকভাবে দুধরনের জীবনব্যবস্থা বিদ্যমান। একটি হলো, আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশিকা, যাকে বলা হয় ইসলামি জীবনব্যবস্থা। আরেকটি হলো, মানবরচিত জীবনব্যবস্থা, যা বিভিন্ন শ্রেণির দর্শন ও যুক্তিভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : হিন্দুইজম, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি।

এত এত জীবনব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি জীবনব্যবস্থা একেবারেই স্বতন্ত্র ও অনন্য। কারণ, তা এমন এক মহান সত্তা-প্রদত্ত জীবন নির্দেশিকা, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ে অবগত। এর বিপরীত মানুষের জ্ঞান ও গবেষণা ক্ষুদ্রাতি থেকে ক্ষুদ্র। স্বাভাবিকতই উভয়ের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার মাঝে থাকবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান; বরং তার চেয়েও অসংখ্য গুণ বেশি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি জীবনব্যবস্থা এমন এক সুদৃঢ় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার স্থায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত গ্যারান্টিপ্রাপ্ত। সর্বযুগে, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বশ্রেণির মানুষের জন্যই এর বিধিবিধান সমভাবে প্রযোজ্য। এর বিপরীত মানবরচিত জীবনব্যবস্থা হয়ে থাকে সাময়িক ও পতনোন্মুখ। বর্তমান হিসাবে একটি নীতি তৈরি করলেও কিছুদিন পর অবস্থার পরিবর্তনে সে নীতিকেই পদতলে পিষ্ট করে আবার নতুন করে আইন তৈরি করতে হয়।

তৃতীয়ত, ইসলামের প্রতিটি বিধান ন্যায় ও সুষমভাবে প্রণীত। এতে নেই কোনো প্রান্তিকতার ছোঁয়া। নারী-পুরুষ, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আরব-অনারব; সবার জন্য উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে নীতিমালা। কারও প্রতি সামান্য পরিমাণ অযাচিত কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। অগ্রাধিকারের জায়গায় অগ্রাধিকার, সাম্যের জায়গায় সাম্য, কঠোরতার

জায়গায় কঠোরতা এবং ক্ষমার জায়গায় ক্ষমার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর বিপরীত মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কোনোটির নীতিমালায় শিথিলতার ছাপ দৃশ্যমান, কোনোটিতে কঠোরতার ছড়াছড়ি, কোনোটিতে সাম্য ও ব্যাপক সমঅধিকারের মিথ্যা দাবি আর কোনোটিতে রয়েছে বৈরাগী জীবনের দীক্ষা। এমন আরও অনেক পার্থক্যই বলা যাবে, যা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, উভয় জীবনব্যবস্থার মাঝে রয়েছে অসীম ব্যবধান।

কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, অন্যান্য জীবনব্যবস্থা থেকে ইসলামি জীবনব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা শত গুণে এগিয়ে থাকলেও শুধু ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ এর প্রকৃত সৌন্দর্যের দেখা পাচ্ছে না। অথচ তারা শান্তি ও মুক্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কষাঘাতে আজ তারা চরম হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা এখন পুরোপুরি দিগভ্রান্ত, একেবারে দিশেহারা। এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না শান্তির দেখা। একবার এ দলে, একবার সে দলে; কখনো এ পথে, কখনো সে পথে। এভাবেই সে মুক্তির খোঁজে পাগলপারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

স্বাভাবিকত মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন খাবার খোঁজে; যখন তৃষ্ণার্ত হয়, তখন পানি খোঁজে; যখন পোশাকহীন হয়, তখন কাপড় খোঁজে। অনুরূপ মানুষের জীবন থেকে যখন শান্তি বিদায় নেয়, তখন সে সব জায়গায় গিয়ে স্বস্তি খোঁজে। তার বিশ্বাসের জায়গাগুলোতে সে সাধ্যমতো ধরনা দিতে থাকে। কোথাও শান্তির আভাস পেলে তজ্জন্য সে উতলে ওঠে, জানপ্রাণ বিলিয়ে দিতে চায়। মানুষের মাঝে এ অবস্থা এখন ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। সর্বত্রই আজ মানুষের হাহাকার আর আহাজারি শোনা যাচ্ছে। মানবসমাজে আজ কেমন অসহায়ভাব বিরাজ করছে! সবাই যে মুক্তি চায়! সবাই যে বাঁচতে চায়; ইজ্জত ও সম্মানের সাথে, ইমান ও দ্বীনদারির সাথে!

এমতাবস্থায় আলিম সমাজ যদি তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহানুভবতার বাণী তুলে না ধরে, তাহলে আর কবে এসব আমানত তাদের নিকট পৌছাবে? মানুষ শান্তি খুঁজলেও তো তাদের জানা নেই, কোথায় পাওয়া যাবে এ শান্তির দেখা। মুক্তি চাইলেও তো তারা জানে না, কোন

পথে তাদের মুক্তি। তাই মানুষের এহেন করুণ মুহূর্তে আমরা তাদের নিকট ইসলামের শাশ্বত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছি। যেন তারা এর সুশীতল ছায়ায় পূর্ণরূপে আশ্রয় নিয়ে জীবনের সব ক্লেশ দূর করতে পারে এবং ইসলামের দীপ্ত আলোয় আলোকিত করতে পারে নিজেদের জীবন ও সমাজ।

মানবরচিত জীবনব্যবস্থার কুফল, স্বৈরাচারিতা ও অপূর্ণতা দেরিতে হলেও আজ সমগ্র বিশ্ব অনুধাবন করছে। ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই আজ মানুষ চলমান কুফরি জীবনব্যবস্থার প্রতি বিষিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ঝেড়ে ফেলে নিজেদের মৌলিক বিশ্বাস বুঝতে শুরু করেছে। আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করার চেষ্টা করছে। তাদের দৃঢ় ইমানি চেতনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক স্বৈরশাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে এবং পশ্চিমাদের অনেক হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিচ্ছে।

ইসলামের এই পুনর্জাগরণ মুসলমানদের ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবারও ইসলাম ফিরে আসছে। এই মুহূর্তে মুসলমানদের করণীয় হচ্ছে, বৈশ্বিক এই সংগ্রামে পূর্ণ আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করা। আর এ কাজের পূর্বশর্ত হিসাবে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব-মুসলিমের সমস্যাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কুফরের সাথে ইসলামি বিপ্লবের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে হবে এবং ইসলাম যে মানুষের সমস্যার পরিপূর্ণ ও সঠিক সমাধান দেয়, এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে স্পষ্ট ধারণা ও স্বচ্ছ জ্ঞান।

এ মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এবারের সংকলন 'ইসলামি জীবনব্যবস্থা'। ব্যাপক চিন্তা ও সুদূরপ্রসারী ভাবনা থেকে বইটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। বস্তুত একটি বইয়ে ইসলামের সব বিধিবিধান বিশদভাবে সংকলন করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এতে ইসলামের কিছু বিষয়ের আলোচনা এসেছে বিশদভাবে, আর অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ ধারণা

দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, কুফর ও ইসলামের সংঘাত, ইসলামি শরিয়াব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, সমরব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থায়নব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, ফৌজদারি এবং বিভিন্ন বাতিল দর্শন ও মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, আমাদের সমাজে এগুলোর প্রয়োগ তো নেই-ই; এমনকি এসব নিয়ে ওয়াজ বা সাধারণ আলোচনা পর্যন্ত কোথাও করা হয় না। আর তাই মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য, সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে একেবারেই অনবগত। এ ব্যাপারটি ভালোভাবে অনুধাবন করলে তারা খুব দ্রুতই আবার ইসলামের দিকে ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়; যেমন সন্তান স্বীয় জন্মদাত্রী মাকে চেনার পর তার কোলে ফিরে আসে। পাশাপাশি ইবাদত, তাকওয়া, আখলাক, ইনসাফ, তাওয়াক্কুল, তাজকিয়া, হুকুক, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়েও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারণ, এসব বিষয়ে মুসলিম জনসাধারণ কমবেশি কিছুটা হলেও অবগত আছে। পুরোপুরি না হলেও তাদের আংশিক ধারণা রয়েছে। তাই এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। যদিও প্রয়োজনভেদে কিছু কিছু জায়গায় একটু বিশদ আলোচনাও এসেছে। এসব আলোচনায় শুধু মৌলিক দিকগুলোর প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; যদিও এতটুকু থেকেও মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা পাবে বলে আমরা আশাবাদী।

কুরআন-হাদিসের নুসুসের পাশাপাশি তাফসির, ফিকহ, উসুল, ফালসাফা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমরনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের শতাধিক প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ বইটি সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থটি সংকলন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেক কিতাবই উপকারে এসেছে। আকায়িদ ও শরয়িব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ, তাফসির ও ফিকহে মুদাল্লালের ওপরই কেবল নির্ভর করতে হয়েছে। শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নুসুসের পাশাপাশি আন-নিজামুস সিয়াসি ফিল ইসলাম, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, নিজামুল ইসলাম, সিয়াসাতুত তাদাররুজ থেকেও বেশ উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। অর্থায়নব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিতাবুল খারাজ, আল-মালু ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম, নিজামুল ইসলাম-সহ আরও বেশ কিছু প্রাচীন ও আধুনিক কিতাব

সামনে ছিল। সমাজব্যবস্থা ও বিভিন্ন বাতিল মতবাদের ক্ষেত্রে কিতাবুশ শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যা, আল-মাওকিফ মিনাদ দ্বীন লি-লেনিন, আসালিবুল গাজওয়ায়িল ফিকরি, আল-আলমানিয়্যাতু ও সামারাতুহাল খাবিসা, নাশআতুল আলমানিয়্যা, মা-জা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, আল-মাদখাল ইলা নাজরিয়্যাতিল ইলতিজামিল আম্মাহ ফিল ফিকহিল ইসলামি, তারিখু ইবনি খালদুন, মানাহিজুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যা, মাজাহিবু ফিকরিয়্যাতিম মুআসিরা-সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছে ড. আমির আব্দুল আজিজ বিরচিত 'নিজামুল ইসলাম' গ্রন্থটি। বক্ষ্যমাণ বইটির বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকাংশে উক্ত গ্রন্থটিরই অনুসরণ করা হয়েছে। আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, আল-মাকতাবাতুল কামিলা ও জাওয়ামিউল কালিমের পাশাপাশি বিভিন্ন দ্বীনি ওয়েবসাইট ও অনলাইন মাকতাবার সাহায্যও অনেক কাজে লেগেছে। ইসলামি গ্রন্থাদির পাশাপাশি কিছু জেনারেল লেভেলের বই ও উইকিপিডিয়া থেকেও প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর দলিল আনয়নের প্রতি। যথাসম্ভব শরয়ি নস থেকে দলিল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেন প্রতিটি মাসআলার ব্যাপারে পাঠকের অন্তরে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি আসে। কারও মনে যেন কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ না থাকে। গ্রন্থটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে উদ্ধৃত সব হাদিসের মান নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। যেন পাঠকরা জানতে পারে, কোন দলিলের শক্তি ও মান কেমন। প্রয়োজনবশত সামান্য কয়েকটি জইফ হাদিস থাকলেও এতে অধিকাংশই সহিহ ও হাসান হাদিস আনা হয়েছে। মওজু বা অত্যাধিক দুর্বল হাদিস পুরোপুরি পরিহার করা হয়েছে। কেননা, এ দুপ্রকারের হাদিস মাসায়িল বা ফাজায়িল কোনো ক্ষেত্রেই দলিলযোগ্য নয়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমের সব হাদিসই সহিহ হওয়ায় এসব হাদিসের সাথে ভিন্নভাবে কোনো মন্তব্য উল্লেখ করা হয়নি। এ দুটি ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের হাদিসগুলোর উদ্ধৃতি শেষে তার মান সংযুক্ত করে দেওয়া আছে। মুআমালা বা লেনদেন সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে চার মাজহাব সামনে

রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও ইখতিলাফ থাকলে ইখতিলাফ বর্ণনা করে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সুন্দর ও নিভুল করার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই এতে কোনো ধরনের ভুল নজরে পড়লে অবহিত করার অনুরোধ রইল; যেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেওয়া যায়।

শেষে সকল পাঠকের উদ্দেশে বলতে চাই, পুরো বিশ্বজুড়ে আজ ইসলাম আবার জাগছে। এ জাগরণ থেকে বাড়ছে মানুষের জানার আগ্রহ। ব্যাপক অনুসন্ধিৎসু অধ্যয়ন থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধি। অথচ মুসলিম হয়েও আজ আমরা জানি না—নিজেদের দ্বীনের মর্মবাণী। উপলব্ধি করি না—ইসলামের সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা। বুঝার চেষ্টা করি না—ইসলামি বিধিবিধানের সর্বজনীনতা। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী আছে? বিশ্বের এ জাগরণকালে যারা পিছিয়ে থাকবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাত সব জায়গায়ই পিছিয়ে থাকবে। মহাবিশ্বের মহাধর্ম ইসলামের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে তাই আমাদের জানার কোনো বিকল্প নেই। যেভাবেই হোক জানুন, যেভাবেই হোক বুঝুন। তবে জানার উৎস যেন হয় নির্ভরযোগ্য এবং বুঝার মাধ্যম যেন হয় আস্থাযোগ্য। ইসলামের পূর্ণ ছায়ায় ফিরে এসে আপনার জীবন হয়ে উঠুক আল্লাহর রঙে রঙিন। আপনার চলন-বলন হয়ে উঠুক ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত। বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে এ দুআ ও প্রত্যাশাই করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

তারেকুজ্জামান
১০/০৩/২০১৯ ইং

ইসলাম পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ :

'ইসলাম' শব্দটি আরবি শব্দ, যার অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। এটা سلم থেকে নির্গত হয়েছে। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত শব্দ অধিকাংশ সময় সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ধর্ম যেহেতু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে মেনে চলার নাম, তাই অর্থের মূল ধারণ করায় 'ইসলাম' নামটি আভিধানিকভাবে যথার্থ।

ইমাম ইবনে ফারিস রাজি ﵀ বলেন :

(سَلِمَ) السِّينُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ مُعْظَمُ بَابِهِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ ; وَيَكُونُ فِيهِ مَا يَشِذُّ، وَالشَّاذُّ عَنْهُ قَلِيلٌ، فَالسَّلَامَةُ: أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأَذَى. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ هُوَ السَّلَامُ ; لِسَلَامَتِهِ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالْفَنَاءِ. قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: {وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} [يونس: ٢٥]، فَالسَّلَامُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَدَارُهُ الْجَنَّةُ. وَمِنَ الْبَابِ أَيْضًا الْإِسْلَامُ، وَهُوَ الِانْقِيَادُ ; لِأَنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ الْإِبَاءِ وَالِامْتِنَاعِ.

'سلم' (সালিমা)। সিন, লাম ও মিমযোগে গঠিত অধিকাংশ শব্দে সুস্থতা ও মুক্তির অর্থ রয়েছে। কখনো ব্যতিক্রমও হয়; যদিও এর সংখ্যা নিতান্তই কম। অতএব, سلامة (সালামাহ) অর্থ বিপদ ও কষ্ট থেকে মানুষের নিরাপদ থাকা। উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা হলেন سلام (সালাম)। যেহেতু তিনি দোষ, ত্রুটি ও বিনাশ হওয়া থেকে মুক্ত, যা মাখলুকের গুণাগুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আল্লাহ আহ্বান করেন শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের দিকে"। [সুরা ইউনুস : ২৫] আল্লাহ হলেন শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা এবং জান্নাত হলো তাঁর আবাস। এ শব্দ থেকেই এসেছে, الإسلام (আল-ইসলাম)। এর অর্থ মান্য করা, আনুগত্য

প্রদর্শন করা। (সুস্থতা ও নিরাপত্তার অর্থের সাথে ইসলামের অর্থের পুরাই মিল রয়েছে।) কেননা, এটা অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতা থেকে (মুসলিমকে) নিরাপদ করে।'[১]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাইনুদ্দিন রাজি ﷺ বলেন :

وَأَسْلَمَ دَخَلَ فِي (السَّلَمِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِسْلَامُ.

'আর أَسْلَمَ অর্থাৎ সে আনুগত্যে প্রবেশ করল। 'ইসলাম' এর অর্থ হলো, আত্মসমর্পণ করা ও অনুগত হওয়া।'[২]

আল-মুনজিদে 'ইসলাম' এর অর্থ এভাবে বলা হয়েছে:

اَلْاِنْقِيَادُ لِاَمْرِ الْآمِرِ وَنَهْيِهِ بِلَا اعْتِرَاضٍ

'কোনো প্রকারের আপত্তি ছাড়া হুকুমদাতার আদেশ-নিষেধ মান্য করা।'[৩]

এভাবে প্রায় সব অভিধানবিদই الإسلام (আল-ইসলাম) এর অর্থ 'আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পন করা' লিখেছেন। আর এটাই তার মূল আভিধানিক অর্থ। এ অর্থেই কুরআনে এসেছে :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾

'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তাকে জবেহ করার জন্যে শায়িত করল।[৪]

মোটকথা, আভিধানিকভাবে الإسلام (আল-ইসলাম) শব্দটি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করার অর্থ বুঝায়। চাই মাখলুকের আনুগত্য হোক বা খালিকের, দ্বীনি বিষয়ে হোক বা পার্থিব, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলক; সকল ক্ষেত্রেই তাকে الإسلام (আল-ইসলাম) বলা যাবে।

---

১. মাকায়িসুল লুগাহ : ৩/৯০ (দারুল ফিকর, বৈরুত)
২. মুখতারুস সিহাহ : পৃ. নং ১৫৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)
৩. আল-মুনজিদ : পৃ. নং ৩৪৭ (আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়্যা, বৈরুত)
৪. সুরা আস-সাফফাত : ১০৩

পরিভাষিক অর্থ :

পরিভাষায় ইসলামের দুটি প্রকার রয়েছে। যথ : কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম এবং শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম।

এক. কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম

আল্লাহর সৃষ্টিব্যবস্থা ও নিজামের সামনে সকল মাখলুকের আত্মসমর্পণ করার নাম কাওনি বা ব্যবস্থাপনাগত ইসলাম। আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টিব্যবস্থার সাথে কেউই বিদ্রোহ বা বিরোধিতা করতে পারে না। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সব মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾

> 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, স্বেচ্ছায় হোক বা বাধ্যতামূলক একমাত্র তাঁরই আনুগত্য প্রদর্শন করে। আর সবাই তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।'[৫]

ইসলামের এ সংজ্ঞানুসারে আল্লাহর প্রতিটি মাখলুকই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী। কেননা, তাদের আল্লাহর নিজামের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু, সচ্ছলতা-দীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সব—মেনে নেয়। কেননা, এ ছাড়া যে তাদের ভিন্ন কোনো উপায় নেই!

বস্তুত এ ইসলাম শরিয়তের উদ্দিষ্ট নয়। এর জন্য কোনো প্রতিদান বা শাস্তি নেই। এ ইসলামের সাথে জান্নাত-জাহান্নামেরও কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু এ ইসলামে কাফির-মুশরিক, মুমিন-মুনাফিক সবাই অন্তর্ভুক্ত। সকল মাখলুকই এ ইসলামে প্রবেশ করে।

---

৫. সুরা আলি ইমরান : ৮৩

দুই. শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম

আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ ও তাঁর সকল আইন মেনে নেওয়ার নাম হলো শরয়ি বা বিধানগত ইসলাম। এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক একটি দ্বীন। এটা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। ইসলামের আহ্বান জানানোর পর যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করে দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা অর্জন করবে, আর যার ইচ্ছা হয় গ্রহণ না করে জিজিয়া-কর দিয়ে জিল্লতির সাথে বেঁচে থাকবে। এ জন্যই এর সাথে প্রতিদান বা শাস্তির বিষয়টি জড়িত। এ ইসলামের সাথেই জান্নাত-জাহান্নামের সম্পর্ক। আর শরিয়তে এ ইসলামই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন :

وَالْإِسْلَامُ بِمَعْنَى الْإِيمَانِ والطاعات، قال أَبُو الْعَالِيَةِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ

'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্য করার নাম ইসলাম। ইমাম আবুল আলিয়া ﵀ বলেন, "এটাই অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মত।"'[৬]

এটি ব্যাপক অর্থবহ একটি সংজ্ঞা, যার অধীনে আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের জীবন পরিচালনার পদ্ধতি, ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিধিবিধানের প্রতি বান্দার আন্তরিক সত্যায়ন এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যসহ যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এটিই হলো প্রকৃত ইসলামের বাস্তবতা ও তার মূলভিত্তি।

'আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা'-তে এসেছে :

هُوَ اسْتِسْلَامُ الْعَبْدِ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّهَادَةِ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ، وَالْعَمَلِ بِالْجَوَارِحِ.

৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/৪৩ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

'ইসলাম হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শরিয়তের অনুসরণ, যথা তাওহিদ-রিসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করা।'[৭]

এ শরয়ি বা বিধিবিধানগত ইসলাম আবার দুপ্রকার। এক. আম বা ব্যাপক। দুই. খাস বা বিশেষ।

ক. আম ইসলাম

সকল নবি-রাসুল সমষ্টিগতভাবে যে বিধান ও দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তাকে আম ইসলাম বলা হয়। যেমন : তাওহিদ- রিসালাত, আম্বিয়া-ফেরেশতা, কিতাব-তাকদির, কবর-কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নামসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা; পাশাপাশি কুফর, শিরক, চুরি, ব্যভিচার, জাদু, জুলুমসহ সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এসব এমন বিধান, যা সকল নবি-রাসুলেরই দাওয়াতের অংশ ছিল। ব্যাপকভাবে তাঁরা এসব বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এগুলো কোনো যুগ বা স্থানের সাথে বিশেষিত নয়; বরং সর্বযুগে সর্বস্থানে এসব বিধানাবলি চালু ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এতে কোনো রদ-বদল হবে না। কুরআনে এ আম অর্থে 'ইসলাম' বা 'মুসলিম'-এর ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা নুহ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

'তারপরও যদি বিমুখতা প্রদর্শন করো, তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই।'[৮]

---

৭. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৪/২৫৯ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

৮. সুরা ইউনুস : ৭২

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾

'ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।'[৯]

আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-এর হাওয়ারিদের ব্যাপারে বলেন :

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

'অতঃপর ইসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী-সাথিরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকেন যে, আমরা হলাম মুসলমান।'[১০]

খ. খাস ইসলাম

শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত দ্বীন ও শরিয়তকে খাস ইসলাম বলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে জিবরিলে এ খাস ইসলাম এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন :

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'ইসলাম হলো, তুমি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, নামাজ প্রতিষ্ঠা

৯. সুরা আলি ইমরান : ৬৭
১০. সুরা আলি ইমরান : ৫২

করবে, জাকাত আদায় করবে, রমজান মাসের রোজা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ করবে।'[১১]

সুতরাং যেকোনো আনুগত্যের নামই ইসলাম নয়; বরং আনুগত্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে। আবার শুধু বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে আনুগত্য করাই যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তা শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত শরিয়তের অনুকূলে হবে। অতএব, প্রকৃত ইসলাম রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নাম। এতে যে কমবেশ করবে সে প্রকৃত ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

ইসলামের বুনিয়াদ

প্রতিটি জিনিসেরই মূল কিছু বুনিয়াদ থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে সে অস্তিত্ব লাভ করে। বুনিয়াদ না থাকলে জিনিস বিনষ্ট হয়ে যায়। বুনিয়াদ দুর্বল হলে সে জিনিসও দুর্বল হয়ে যায়। ইসলামেরও তেমনই কিছু বুনিয়াদ আছে, যার পূর্ণতায় ইসলাম পূর্ণ হয়, আর অসম্পূর্ণতায় ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইসলামের বুনিয়াদ হলো পাঁচটি। যথা : তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া ও হজ করা।

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

'ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। যথা : এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা ও রমজান মাসের রোজা রাখা।'[১২]

---

১১. সহিহু মুসলিম : ১/৩৬, হা. নং ৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

১২. সহিহুল বুখারি : ১/১১, হা. নং ৮, (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

প্রতিটি মুমিনের মাঝে এ পাঁচটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে; নচেৎ সে প্রকৃত অর্থে মুমিন নয়। পাঁচটির কোনোটিই না থাকলে তো সে পরিষ্কার কাফির। আর যদি কিছু থাকে আর কিছু না থাকে তাহলে হুকুম আরোপের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য হবে। কেননা, হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি ভিত্তিমূল সমমানের বা একই মর্যাদার নয়। এগুলোর মধ্যে শ্রেণিগতভাবে কিছুটা পার্থক্য আছে।

সুতরাং প্রথমটি অর্থাৎ তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য না থাকলে সে ইসলামের যত আমলই করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সে কাফির হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। আর প্রথমটি ঠিক থাকার পর যদি বাকি চারটি বা কোনো একটি না থাকে, তাহলে হানাফি মাজহাবমতে সে কাফির তো হবে না বটে, কিন্তু তার ইমান ও ইসলামের অবস্থা হবে অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য এ চারটির মধ্যে নামাজের বিষয়ে বেশ শক্তিশালী মতানৈক্য রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস ও ফকিহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির হয়ে যায়। অনেকে তো নামাজের সাথে জাকাত, রোজা ও হজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন :

وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمَد فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ. وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ حَبِيبٍ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَطْ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا وَرَابِعَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ. وَخَامِسَةٌ: لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ لِلسَّلَفِ.

'সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেবে না, সে কাফির। তবে বাকি চারটি আমলের কোনোটির পরিত্যাগকারীকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাঁদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর আমরা যখন বলে থাকি, "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে না" এদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য থাকে গুনাহের কাজ, যেমন জিনা, মদপান করা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের এ চারটি মূল ভিত্তি পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা তো প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমাদ ﵀ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক মতানুসারে এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগ করলেই সে কাফির হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু বকর ﵀ ও কিছু মালিকি মাজহাবের আলিম, যেমন ইবনে হাবিব ﵀-এর নিকট গ্রহণীয় মত। দ্বিতীয় মতানুসারে শুধু নামাজ ও জাকাত পরিত্যাগের কারণে কাফির হবে। তৃতীয় মতানুসারে নামাজ পরিত্যাগ করলে এবং জাকাত পরিত্যাগের ভিত্তিতে খলিফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে কাফির হবে। চতুর্থ মতানুসারে শুধু নামাজ পরিত্যাগ করলে কাফির হবে। পঞ্চম মতানুসারে এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগের কারণেই কাফির হবে না। বস্তুত এগুলো সব সালাফে সালিহিনের প্রসিদ্ধ মতামত।'[১৩]

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি ﵀ বলেন :

وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ، لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ. وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَحَكَى إِسْحَاقُ عَلَيْهِ إِجْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ! وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

'ইমাম আইয়ুব সাখতিয়ানি ﵀ বলেন, নামাজ পরিত্যাগ করা কুফর, যাতে কোনো মতভেদ করা যাবে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একটি

১৩. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া : ৭/৩০২ (মাজমাউ মালিক ফাহাদ, মদিনা)

বড় দল এ মতই পোষণ করেন। এটাই ইমাম ইবনে মুবারক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ﵀-এর মত। ইমাম ইসহাক ﵀ এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমার দাবি করেছেন। মুহাম্মাদ বিন নাসর মারুজি ﵀ বলেন, এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের মাজহাব।[১৪]

আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতে বলা হয়েছে :

وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا - وَهِيَ: تَرْكُ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا وَكَسَلاً لاَ جُحُودًا - فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل حَدًّا أَيْ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ فَيُغَسَّل، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛... وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً عَمْدًا فَاسِقٌ لاَ يُقْتَل بَل يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاَةِ تَكَاسُلاً يُدْعَى إِلَى فِعْلِهَا وَيُقَال لَهُ: إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ وَجَبَ قَتْلُهُ وَلاَ يُقْتَل حَتَّى يُحْبَسَ ثَلاَثًا وَيُدْعَى فِي وَقْتِ كُل صَلاَةٍ، فَإِنْ صَلَّى وَإِلاَّ قُتِل حَدًّا، وَقِيل كُفْرًا، أَيْ لاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. لَكِنْ لاَ يُرَقُّ وَلاَ يُسْبَى لَهُ أَهْلٌ وَلاَ وَلَدٌ كَسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ.

'আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ নামাজের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার না করে অলসতা ও উদাসীনতাবশত নামাজ পরিত্যাগ করলে তার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন। মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবের মতানুসারে তাকে হদস্বরূপ হত্যা করা হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার বিধান মুসলিম মাইয়েতের মতোই—গোসল করানো হবে, জানাজা নামাজ পড়ানো হবে এবং মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে। ...হানাফি মাজহাব মতে, অলসতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারী ফাসিক। তাই তাকে হত্যা করা হবে না; বরং তাজির হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং

১৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১/১৪৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

তাওবা বা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। আর হাম্বলি মাজহাব মতে, অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারীকে নামাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হবে, যদি তুমি নামাজ পড়ো, তাহলে তো ঠিক আছে; নচেৎ আমরা তোমাকে হত্যা করব। সুতরাং সে নামাজ পড়লে বেঁচে গেল, অন্যথায় তাকে হত্যা করা আবশ্যক। তবে তিনদিন বন্দী রাখার পূর্বে তাকে হত্যা করা যাবে না। প্রতি ওয়াক্তে তাকে নামাজের জন্য ডাকা হবে। নামাজ পড়লে বেঁচে যাবে; নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে—(হাম্বলিদের) কারও মতে (এই হত্যাটা) হদ হিসাবে আর কারও মতে কুফরির কারণে। অর্থাৎ (কুফরির কারণে হলে) তাকে গোসল দেওয়া হবে না, তার জানাজার নামাজ পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না। অবশ্য মুরতাদদের মতো তার স্ত্রী-সন্তানকে বন্দী ও দাস-দাসী বানানো যাবে না।[১৫]

মোটকথা, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি একসাথে বলা হলেও মর্যাদাগতভাবে এতে কিছু পার্থক্য আছে। সুতরাং শাহাদাহ বা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া হলো ইসলামের প্রধান ও মূল ভিত্তি। আর নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ হলো তার প্রধান চারটি শাখা। এ চারটির কোনোটি পরিত্যাগ করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে কিনা- এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইসলামে কালিমায়ে শাহাদাতের পর এ চারটি বিধানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষত নামাজ। তাই শুধু তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা ইসলাম পূর্ণ হবে না; বরং তার সাথে এ চারটি আমলও আবশ্যিকভাবে করতে হবে। অবশ্য জাকাত ও হজ, এ দুটি বিধান সবার জন্য নয়; বরং শুধু তাদের জন্য, যাদের কাছে জাকাতযোগ্য সম্পদ আছে এবং হজ করার সামর্থ্য আছে।

---

১৫. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ২৭/৫৩-৫৪ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি আকাইদ

প্রাককথন

প্রত্যেক মুসলমানের ইমানের প্রধান ভিত্তি ও মিলনকেন্দ্র হলো ইসলামি বিশুদ্ধ আকিদা। যার আকিদা যেমন, তার চিন্তা-গবেষণা ও কথাবার্তাও তেমন। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আকিদানুযায়ী মত পেশ করে থাকে। তাই সবার আকিদা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যেন সকলের চিন্তা-চেতনা স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়। মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক তো হবে পরিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার ওপর গঠিত। কেননা, এ আকিদাই তার জীবন চলার পথে আগত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকা ও সব ধরনের পদস্খলন থেকে রক্ষার উপায়।

ইসলামি চিন্তা-চেতনার ফলে একজন মানুষ তার নিজের মাঝে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারবে। ফলে সর্বদা তার নিকট এমন প্রতীয়মান হবে যে, তার প্রতিটি নড়াচড়া, কথাবার্তা ও শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তাআলা দেখছেন এবং শুনছেন। সকল ক্ষেত্রে তার অর্জিত হয় সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমন জাগ্রত, উজ্জ্বল ও চমৎকার অনুভূতি সৃষ্টি হয় কেবল আল্লাহভীতির ফলে। তাকওয়ার এমন স্বাদ থেকে নির্বোধ ও মৃত অন্তরের অধিকারীরাই কেবল বঞ্চিত হয়, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচারিতায় লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই যারা প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকি, তারা হয়ে থাকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী। তাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদা। আকিদা শব্দের অর্থ অন্তরে বিরাজমান ধর্মীয় বিশ্বাস।[১৬] মানুষের অন্তর, অনুভূতি, অস্তিত্বসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে হৃদয়ে বদ্ধমূল এমন বাস্তবিক বিশ্বাসকে আকিদা বলে। আকিদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন : ইসলামি আকিদা, বৈজ্ঞানিক আকিদা, রাষ্ট্রীয় আকিদা, সামাজিক আকিদা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আকিদার সংজ্ঞা, ধরন ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এখানে শুধু ইসলামি আকিদা নিয়ে আলোচনা করব।

---

১৬. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৪২১ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির প্রতি ইমান আনয়ন করার নামই হলো ইসলামি আকিদা। অন্তর, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা সর্বোপরি মানুষের স্বভাবজাত ফিতরাত ও সুস্থ চিন্তাশক্তির সাথে এ সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আকিদাই একটি জাতির চালিকাশক্তি। সুস্থ ও সঠিক আকিদা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর ভুল ও ভ্রান্ত আকিদা মানুষেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

সন্দেহ নেই যে, সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে ইসলামি আকিদাই হলো শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে নির্ভুল। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত সমাজব্যবস্থা। এর ভিত্তিতেই মানুষ মুক্তি পেয়েছে সকল প্রকার জুলুম ও কষ্ট থেকে। কেননা, এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো ওহি, যা আল্লাহ তাআলা জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানিয়েছেন। তাই এর আকিদা-বিশ্বাস সব নির্ভুল ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ।

আকিদার অধ্যায়ে বিভিন্ন রকমের ভাগ রয়েছে। যেমন মৌলিক ও শাখাগত আলোচনা, তাওহিদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ, তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ, আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারাসহ বিভিন্ন আলোচনা। আমরা এ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় এ বিষয়গুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশআল্লাহ।

ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহ

ইসলামি আকিদার মৌলিক ও প্রাথমিক বিশ্বাসের মধ্যে ছয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে সন্দেহ-সংশয়ের মোটেও অবকাশ নেই। ইসলামি আকিদার সে ছয়টি ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ইমান, ফেরেশতাদের প্রতি ইমান, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান, নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান, কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান ও তাকদিরের প্রতি ইমান। আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের ছয়টি মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সামান্য বিবরণ তুলে ধরছি।

এক. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলাকে সকল বিষয়ের একমাত্র অধিপতি হিসাবে মেনে নেওয়া। তিনি ইলাহ, ইবাদতের উপযুক্ত একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সবকিছুর পরিচালক। জগতের অধিপতি। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো জিনিস বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তিনিই অহংকার ও বড়ত্বের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। আসমান ও জমিনসহ সমগ্র জাহান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তাঁর আদেশমতেই সব পরিচালিত হয়।

তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন :

﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব জানেন। তিনি সীমাহীন দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই

একমাত্র বাদশাহ, মহাপবিত্র, শান্তি বিধায়ক, নিরাপত্তাদাতা, সর্বনিয়ন্তা, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[১৭]

দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহর তাআলার বিশেষ এক সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন না। তিনি যা বলেন, তাঁরা যথাযথভাবে তা পালন করেন। তাঁদের কাজই হচ্ছে সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই তাঁরা সর্বদা তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, কেউ দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বসে তাঁর ইবাদত ও তাসবিহ পাঠে সদা মশগুল। তাঁরা কেউ আল্লাহর নির্দেশ পালনে কষ্ট-ক্লেশ, ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন না। এটাই তাঁদের স্বভাব, এটাই তাঁদের কাজ এবং এটাই তাদের ধর্ম। আল্লাহ তাঁদের এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

'আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত প্রাণী আছে সবাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও—তাঁরা অহংকার করে না।'[১৮]

১৭. সুরা আল-হাশর : ২১-২৪

১৮. সুরা আন-নাহল : ৪৯

তিন. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

নবি-রাসুলদের ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা ইসলামি আকিদার অন্যতম ভিত্তি। আসমানি কিতাবসমূহ অনেক। তন্মধ্যে চারটি হলো বড় ও প্রধান কিতাব। তথা তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন। এই আসমানি গ্রন্থগুলোতে রয়েছে মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণ, যা মানুষকে উভয় জাহানের শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾

'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। আর তিনি এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাজিল করেছেন তাওরাত ও ইনজিল এবং অবতীর্ণ করেছেন কুরআন।'[১৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾

'আর আমি দাউদকে দান করেছি জাবুর।'[২০]

চার. নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান

অতঃপর নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান আনা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির কান্ডারি। মানবতার শান্তি ও সৌভাগ্যের পথপ্রদর্শক। তাদের দান করা হয়েছে অদম্য মনোবল এবং অনন্য গুণাবলি। তাই তাঁরা আল্লাহ তাআলার রিসালাতের মহান দায়িত্ব আদায় করতে পেরেছেন। নিঃসন্দেহে নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব। কারণ, তাঁরা ছিলেন এমন পরিপূর্ণ

১৯. সুরা আলি ইমরান : ৩-৪
২০. সুরা আন-নিসা : ১৬৩

বৈশিষ্ট্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যার সামনে অন্য মানুষদের স্বভাব-চরিত্র একেবারেই নগণ্য।

এঁরাই হলেন রবের প্রেরিত দূত, মানবতার পথপ্রদর্শক, জগতের আলোকবর্তিকা। তাঁরা তাঁদের উচ্চ মনোবল, দৃঢ় ধৈর্যশক্তি ও পরিপূর্ণ ইমানের মাধ্যমে হতভাগ্য, দারিদ্র্য-দুর্দশাগ্রস্ত ও সংকীর্ণ একটি সমাজকে সুখী, সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরাই পেরেছেন দেশ ও মানবতার সকল ক্লান্তি, অবসাদ ও নির্যাতন বিদূরিত করে একটি শান্তিময় ও সুখের রাজ্য উপহার দিতে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾

'আর আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, ইতিপূর্বে যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।'[২১]

উল্লেখ্য যে, নবি-রাসুলদের কাউকে অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। সকলের প্রতিই ইমান আনতে হবে সমানভাবে। কারও প্রতি ইমান আনবে আর কারও প্রতি আনবে না; এমনটি করার সুযোগ নেই। অবশ্য শরিয়তগুলোর মধ্য হতে বর্তমানে শুধু শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তই বহাল আছে এবং পূর্বের নবিদের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। তাই শরিয়তের ক্ষেত্রে এখন শুধু শরিয়তে মুহাম্মাদিই মানতে হবে; অন্যথায় নাজাত মিলবে না।

২১. সুরা আন-নিসা : ১৬৪

পাঁচ. কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান

ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম হলো কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখা। কিয়ামত হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির ধ্বংস শেষে বিচার দিবস। যেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় বিষয়ের হিসাব-নিকাশ করে ভালো-মন্দের ফয়সালা করবেন। যে দিবসে কারও সামান্য পাপ বা অপরাধ থাকলেও তা দৃষ্টিগোচর হবে এবং কারও সুঁই পরিমাণ পুণ্য থাকলে তাও দৃশ্যমান হবে। কোনো কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতএব কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে।'[২২]

কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে বিশেষভাবে শুধু কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে...।' এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে স্বাভাবিকত অন্যান্য বিষয়েও বিশ্বাস রাখে। এ ভিত্তিতে বলা যায়, মুমিনকে কাফির থেকে পৃথক করার জন্য এ দুটি আলামতই যথেষ্ট। অনেক কাফির আছে, যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী হলেও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী নয়। তাই মুমিন হতে হলে তাকে অবশ্যই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

---

২২. সুরা আজ-জিলজাল : ৬-৮

ছয়. তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে পৃথিবী এবং তাতে অবস্থিত সকল জড় ও জীবকে সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ করে নিজে নিজে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি; বরং ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং পূর্ব নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারেই আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তুর ভালো-মন্দ ও চূড়ান্ত ফলাফল তিনি লিখে রেখেছেন। কোনো জিনিসই তাঁর তাকদিরের বাইরে যেতে পারে না।

তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾

'তিনিই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন।'[২৩]

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾

'আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ ও সীমা রয়েছে।'[২৪]

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾

'আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।'[২৫]

এখান থেকে যে স্বচ্ছ ধারণাটি পাওয়া যায় তা হলো, আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশ ব্যতীত কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও নড়তে পারে না। কোনো ঘটনা ঘটা বা কোনো কিছু হওয়ার আগেই তা আল্লাহ তাআলার ইলমে বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব তাকদির হলো, আল্লাহ তাআলার চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি এ বিশ্বাস রাখা যে, কোনো কিছু ঘটা বা হওয়ার আগেই তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন।

---

২৩. সুরা আল-ফুরকান : ২
২৪. সুরা আর-রাদ : ৮
২৫. সুরা আল-আহজাব : ৩৮

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ

'চারটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। এক. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। দুই. মৃত্যুর প্রতি ইমান আনা। তিন. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনা। চার. তাকদিরের প্রতি ইমান আনা।'[২৬]

সারকথা

এগুলোই হলো ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি, যার কোনো একটি বা তার আংশিক না থাকলে ইসলামি আকিদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কিংবা কমবেশ করার সামান্য পরিমাণও অবকাশ নেই। এগুলো ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক। যে কারণে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল মৌলিক বিশ্বাসের অস্বীকারকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।'[২৭]

---

২৬. সুনানুত তিরমিজি : ৪/২০, হা. নং ২১৪৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।
২৭. সুরা আন-নিসা : ১৩৬

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾

'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।'[২৮]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾

'তারা কি জেনে নেয়নি, আল্লাহ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং সমস্ত গোপন বিষয় আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন?'[২৯]

ইসলামি আকিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিপূর্ণ মানসিক স্বাধীনতা। এখানে মানুষ অন্য মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নেয়। তাঁর অনুসরণ, ইবাদত, আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করে। আর মুমিনের অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾

২৮. সুরা আল-মুজাদালা : ৭
২৯. সুরা আত-তাওবা : ৭৮